তালমুদ

হাজার বছরের রহস্যময় ইহুদি ধর্মগ্রন্থ

তালমুদ

হাজার বছরের রহস্যময় ইহুদি ধর্মগ্রন্থ

মূল
ড. জফরুল ইসলাম খান

অনুবাদ
আবু সাঈদ

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

তালমুদ : হাজার বছরের রহস্যময় ইহুদি ধর্মগ্রন্থ
মূল : ড. জফরুল ইসলাম খান
অনুবাদ : আবু সাঈদ
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৪
স্বত্ব
প্রকাশক
প্রচ্ছদ
তাইফ আদনান
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-১-৬
প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮-৮৬ ৪৪ ২৮
✆ ০১৭৮৯-৮৫ ৪৬ ০২
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
১৮০ ৳ মাত্র

উৎসর্গ

রাসুলে আরাবি
হজরত মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

—আবু সাঈদ

©
লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে; এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আমাদের শত্রুদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ।... এই বইয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণই আলোচিত হয়েছে। যোগ করা হয়েছে কিছু উপাদান ও শিরোনাম। প্রতিটি বিষয় কর্মক্লান্ত দীর্ঘ প্রহরের দাবি রাখে। তাদের ইতিহাস মূল থেকে জানা উচিত। কেবল বিজ্ঞজনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। হ্যাঁ, আমাদের কাছে বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বাস্তব চিত্র থাকা উচিত। যেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, আমরা আমাদের শত্রুদের চিনি। তারপর আমরা মনস্তাত্ত্বিক এমন এক অসম যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করব, যেন সহজেই তাদের প্রভাবিত করতে পারি।

আমি মনে করি, ইহুদিবাদকে আমরা এখনো যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারিনি। অথচ জায়নবাদের প্রধান উপাদানই হলো এই ইহুদিবাদ। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তো এই বিষয়ে নজর দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করিনি।

—মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল

আমি তোমাদের হঠধর্মিতা ও ইস্পাত কঠিন হৃদয়ের কথা জানি। জানি আমার ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে। সরে যাবে আমার প্রদর্শিত পথ থেকে। তবে মনে রেখো, সেদিন অনিষ্ট তোমাদের স্পর্শ করবেই।

—হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

তালমুদের কিছু বিষয় অযৌক্তিক।
কিছু অশোভনীয়।
কিছু অবিশ্বাসমূলক।
আশ্চর্য হলো, তার এই মিশ্রিত অবস্থাও মানুষের মন ও
মানসকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে।

—ড. জোসেফ বার্কলে

সূচি

প্রকাশকের কথা ১৩
লেখকের কথা ১৫
তালমুদের ক্রমবিকাশ ও ইহুদিদের ওপর তার প্রভাব ১৭
মিশনার ক্রমবিকাশ ২১
মিশনার বিষয়াবলি ২৩
মিদরাশ পরিচিতি ২৪
মিশনা মেকার ২৫
রাব্বিদের স্তরভেদ ২৫
মিশনার সংকলক কে? ২৬
মিশনার বিধানের শ্রেণিভাগ ২৬
মিশনার ভাষা ২৬
মিশনার সর্বোন্নত সংস্করণ ২৭
মিশনার শব্দমালার ইনডেক্স ২৭
মিশনার ইংরেজি অনুবাদ ২৭
বারিছা পরিচিতি ২৭
জিমারা মেকার ২৭
সেনহাড্রিন ২৮
প্যালেস্টাইন তালমুদ ২৮
তালমুদের বর্তমান সংস্করণের অবস্থা ৩০
ব্যাবিলনীয় তালমুদ ৩১
তালমুদের নানা সংস্করণ ৩২
তালমুদ ও মৌখিক আইনের ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব ৩৩
ফরিশিদের পরিচয় ৩৫

তালমুদের দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ ৩৭
রাব্বি শাম্মাই ও হিল্লিলের পরিচয় ৩৮
ইহুদিদের অন্যান্য সম্প্রদায় ৩৯
প্যালেস্টাইন তালমুদ ও ব্যাবিলনীয় তালমুদ : একটি তুলনা.....৪১
তালমুদ পোড়ানো ও তার বিধ্বংসী অবস্থা ৪১
প্যারিসের মুনাজারা ৪৪
বার্সেলোনার মুনাজারা ৪৪
এভ্যালার মুনাজারা..... ৪৫
টর্টোসার মুনাজারা ৪৫
তালমুদের আকিদা-বিশ্বাস.....৪৭
ইহুদিদের তালমুদপ্রীতি ৫০
ইহুদিদের কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ৫১
তালমুদে নারীর মূল্যায়ন ৫২
তালমুদ ও ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম.....৫৩
মাসিহ আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবেন? ৫৪
ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মন্দ আচরণের কিছু উদাহরণ.....৫৫
তালমুদি দর্শনের মূলনীতি ৫৭
তালমুদের বিবরণে সিনাগগ ভাঙার বর্ণনা ৫৯
তালমুদি মতবাদ ও হিন্দুত্ববাদের সামঞ্জস্য.....৬২
তালমুদের বর্ণিত কল্পকাহিনি ৬৩
জ্যোতিষশাস্ত্র ৬৪
জাদুবিদ্যা..... ৬৪
জান্নাত-জাহান্নাম প্রসঙ্গ..... ৬৬
জান্নাত-জাহান্নামের পরিমাপ ৬৬
ফেরেস্তা সম্পর্কে আকিদা..... ৬৭
গণকবৃত্তি.....৬৮
রাব্বিরা মৃত্যুকে ভয় করে..... ৭০
তালমুদের সারগর্ভ নীতিকথা ৭১
তালমুদের সারসংক্ষেপ.....৭৪

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় ইহুদি ও ইহুদিবাদ নিয়ে নন ফিকশন জনরার অল্প বিস্তর কাজ যা আছে, তা প্রধানত দুই ধরনের। কিছু ইতিহাস-ভিত্তিক আর কিছু এমন—যা পড়লে অজান্তেই মনের ভেতর ইহুদিভীতি তৈরি হয়। এর বাইরে ইহুদিবাদকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন ও নীরিক্ষার জন্য তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক বইপত্রের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। এই অপ্রতুলতা যেন কিছুটা হলেও পূরণ করা যায় সেই লক্ষ্যে ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স বেশ কিছু কাজের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যা এক এক করে প্রকাশের পথে ইনশাআল্লাহ। বক্ষ্যমাণ 'তালমুদ : হাজার বছরের রহস্যময় ইহুদি ধর্মগ্রন্থ' এই ধারাবাহিকতারই একটি প্রয়াস।

হিব্রু 'তালমুদ' শব্দের অর্থ শিক্ষা-সংস্কৃতি। প্রচলিত ভাষ্যমতে ইহুদিদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলেও—তালমুদকে মূলত ইহুদিরা তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের ওপর স্থান দেয়। বাস্তবতাও এর ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক ইহুদি আইন, চিন্তা ও নৈতিকতার প্রায় সবখানেই তালমুদের প্রতিফলন পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

ফলে এ সময়ের ইহুদিবাদকে সঠিকভাবে বিচার করতে চাইলে; সমকালীন ইহুদি মনোভাব, চিন্তাপদ্ধতি, নীতিনৈতিকতা, রুচি-অভিরুচি ও কর্মকুশলতাকে বিশ্লেষণের আতশ কাচে নীরিক্ষা করতে চাইলে তালমুদ অধ্যয়নের বিকল্প নেই। অধুনা জায়োনিস্ট আন্দোলন ও তার হাত হয়ে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, শতাব্দীকাল ধরে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জাতিগত নিধন ও গণহত্যার মাধ্যমে দেশান্তর করার মতো মানবতাবিরোধী সব অপরাধের শিকড় লুকিয়ে আছে এই গ্রন্থে।

খুব সম্ভবত তালমুদ নিয়ে বাংলাভাষায় প্রথম প্রকাশিত বই এটি—যা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ইহুদিবাদের এই আকড়গ্রন্থের সাথে

পরিচয় করিয়ে দেবে। পাশাপাশি বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাঠকের জ্ঞানের ঝুলিকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশে বলতে চাই, বইটি যদি আপনার জ্ঞান-বৃদ্ধিতে ও বাস্তব জীবনে কিছুটা হলেও কাজে লাগে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বইটি ভালো লাগলে অনলাইনে-অফলাইনে অভিব্যক্তি জানাতে ভুলবেন না। আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ, মন্তব্য ও মতামত সরাসরি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে দেবেন। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত যারা এর সাথে নানানভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

বিনীত,
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
০৪-০২-২০২৪ খ্রি.

লেখকের কথা

তালমুদের বিষয়টি আরবি ভাষাভাষিদের জন্য নতুন নয়। ইতিপূর্বেও এই বিষয়ের অনেক রচনা পাঠককুলে পেশ হয়েছে। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হলো, এসব রচনা চর্বিত চর্বনেরই শামিল। নেই বস্তুনিষ্ঠতা ও গবেষণার মান। সব বই-ই প্রায় প্রাচীন একটি বইয়ের প্রতিরূপ।[১] কেউ স্বীকার করেছেন। কেউ এড়িয়ে গেছেন। বইগুলোতে একদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ছাপ, অন্যদিকে অজ্ঞতার দলিল।

তালমুদের স্বরূপ ও ইতিহাস জানার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। সেখান থেকেই গবেষণার সূত্রপাত। নিবিষ্ট মনে প্রায় দেড় বছর আমি গবেষণা করি। জানার চেষ্টা করি সাধ্যে থাকা সকল উৎসগ্রন্থ থেকে। অতঃপর অধ্যয়নের সারনির্যাস তুলে ধরি সংক্ষিপ্ত এই পরিসরে।

আরবি ভাষায় আরববাদ ও ইহুদিজমের বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত গবেষণার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, ইহুদিদের আজকের এই সফলতা তাদের দীর্ঘমেয়াদি গোপন কোনো ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু আমার মনে হয়, এতটুকুই সত্যের সবটুকু নয়। তাদের এই সফলতার পেছনে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার সুদীর্ঘ ইতিহাস। রয়েছে সুদৃঢ় কোনো ভিত্তি। যাতে শক্তি-সঞ্চার করে ইহুদিদের বিশেষ সংহতি। এর বিপরিত চিত্র দেখা যায় আরব দেশগুলোতে। ক্ষমতার লড়াই, মাজহাবগত কোন্দল, আর নানামুখী বিভেদ তাদের অনেক পিছিয়ে দেয়।

এই বাস্তবতা বোঝা ও তার স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করা—এখন সময়ের দাবি। ইত্যবসরে কোনো কোনো আরব নেতা ও চিন্তাবিদ

---

[১] ড. অগাস্ট রোহলিং প্রণীত *আল-কানযুল মারসুদ ফি কাওয়ায়িদিত তালমুদ* বইটির আরবি অনুবাদ করেন ড. ইউসুফ নাসরুল্লাহ।

সুস্পষ্ট ভাষায় তা বলতেও শুরু করেছেন। তাই আশা করতে পারি, দীর্ঘকাল পর হলেও আরব বিশ্বে আবার নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে।

উম্মাহকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির উচিত নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা করে যাওয়া। প্রাচ্যকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য উৎসর্গিত হওয়া। যেন তারা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পায়। পৌঁছে যায় সেই চূড়ায়, যেখানে ছিলেন তাদের মহান পূর্বপুরুষগণ।

আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

ড. জফরুল ইসলাম খান
বৈরুত
আগস্ট ১৯৭১ সাল

তালমুদের[২] ক্রমবিকাশ ও ইহুদিদের ওপর তার প্রভাব

ইহুদিদের মৌখিক আইনের উৎসগ্রন্থ তালমুদ। তালমুদ[৩] বিশেষ দুটি ধারায় প্রবাহিত।

একটি মিশনা (Mishnah)। এটি তালমুদের মূল অংশ।

অন্যটি জিমারা (Gemara)। এটি মিশনার ব্যাখ্যাপর্যায়ের গ্রন্থ।

মিশনা ইহুদিদের স্বপ্রণীত ও প্রবৃত্তি-তাড়িত মৌখিক খসড়া আইনের প্রথম স্মারক। সম্রাট সেবাস্টিয়ানের পুত্র টাইটাস[৪] কর্তৃক সোলেমান সিনাগগ বিধ্বংসের প্রায় শতাব্দীকাল পর তা সংকলিত হয়।[৫] বিভিন্ন জনপদের

---

[২] তালমুদ ইহুদিদের প্রধানতম ধর্মীয় গ্রন্থ। তাওরাত ধর্মের মূলগ্রন্থ হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তালমুদকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়।—অনুবাদক

[৩] Jwish Enecyclopaedia নিউইয়র্ক ১৯৪৮ খ. ১০ শব্দমূল তালমুদ।

[৪] টাইটাস, তিনি শাহজাদা হলেও ছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রারম্ভিক প্রচারক ও গির্জাপ্রধান পোপ। ছিলেন পল দ্য এপোস্টেলের ঘনিষ্ঠ সহচর। টাইটাস-সহ পলিনের নানা পত্রাবলি থেকেও বিষয়টি অনুমিত হয়। তিনি ১০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। সমাহিত হন গ্রিসের গোর্টিনে। উইকিপিডিয়া।—অনুবাদক।

[৫] এই সিনাগগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত 'জেরুসালেম উপাসনালয়'। ইহুদিসমাজে তা 'সোলেমান সিনাগগ' নামে পরিচিত। এটা অবশ্য বাইতুল মাকদিস নয়। সুলায়মান আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত ইহুদিদের জন্য বিশেষায়িত অন্য একটি উপাসনালয়। ইহুদিদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের কারণে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট সেবাস্টিয়ানের পুত্র টাইটাস তা ধ্বংস করে। তখন তাদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে তারা নতুনভাবে সংঘবদ্ধ হয়। ইহুদি নেতা বারকোখবার নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রোমানরা আবারও তাদের কঠোরহস্তে দমন করে। এবং বড় বড় রাব্বিদের হত্যা করে। তখন পর্যন্ত মিশনার বিধিমালা ও আকিদা-বিশ্বাস ইহুদিরা নিজ পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে রাব্বি মহলে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তা কোনো অ-ইহুদির কাছে প্রকাশ করত না। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে যখন একসাথে অনেক রাব্বি নিহত হন, মিশনা বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন তারা মিশনা সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এটা ইহুদিদের বক্তব্য। তবে সোলেমান-সিনাগগের ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি আছে কিনা, থাকলেও তা ফিলিস্তিনে কিনা—এ নিয়ে নানা গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। জায়নবাদি ইসরাইল দাবি করে, সোলেমান সিনাগগ ছিল। এবং তা ফিলিস্তিনেই ছিল। তার অবস্থান ছিল বাইতুল মাকদিস প্রাঙ্গণে। এজন্য তারা চায়, বাইতুল মাকদিস দখল করে ঐতিহ্যবাহী এই সিনাগগ পুনর্নির্মাণ করতে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে কামাল সালিবি প্রণীত